বাংলাদেশে দুই নেত্রীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

ধনবাদী পশ্চিমা বিশ্বের, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারক ও বাহক, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংকের অঘোষিত মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত 'দ্য ফাইনান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকার লন্ডন সংস্করণ গত ১৭ জানুয়ারির সংখ্যায় বাংলাদেশের ওপর ফেলিক্স ও জো জনসনের লিখিত একটি নাতিদীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটি আমার চোখে পড়েছে একটু দেরিতে। ফলে তাতে ইন বিটু ইন লাইন্সে যে দু'একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলা হয়েছে, তা সঙ্গে সঙ্গে আমার নজরে পড়েনি।

পত্রিকাটির মতে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার হচ্ছে সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট টেকনোক্র্যাট সরকার (**military backed technocratic rule**)। এ সরকারের পেছনে সেনাবাহিনীর সমর্থনদানও সুউদ্দেশ্যপ্রসূত বলে উলেখ করেছে পত্রিকাটি; যার সঙ্গে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষও এখন পর্যন্- সহমত পোষণ করে। আমি নিজেও বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর সহায়তায় যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে তাকে অ্যাক্ট অব গড বলে আমার লেখায় উলেখ করেছি। বিএনপি-জামায়াত জোটের পাপাচার পূর্ণ হওয়ার কারণেই এই বিধির বিধান বা শাস্ি- তাদের মাথায় নেমে এসেছে এবং বাংলাদেশের মানুষ স্বস্ি-র নিঃশ্বাস ফেলে আপাতত বেঁচেছে।

দ্য ফাইনান্সিয়াল টাইমসের ১৭ জানুয়ারির প্রতিবেদনে সেনাবাহিনী কেন একটি সিভিল টেকনোক্র্যাট গভর্মেন্টকে ক্ষমতা গ্রহণে সাহায্য করেছে, তার কারণও বলা হয়েছে। আমার ধারণা ফাইনান্সিয়াল টাইমসের মতো বিশ্বময় প্রচারিত ও পরিচিত এ কাগজটির বর্ণিত প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের অনেকেরই ইতিমধ্যেই চোখে পড়েছে এবং প্রতিবেদনটির বক্তব্য তারা জেনে গেছেন। তবু আমার লেখায় আলোচনার সুবিধার জন্য প্রতিবেদনটির কিছু অংশের উলেখ করব। যেমন দেশে ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তনে সেনাবাহিনীর সাহায্যদানের ভূমিকা গ্রহণের কারণ সম্পর্কে পত্রিকাটির অভিমত।

পত্রিকাটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার পশ্চিমা কূটনীতিকরা বলেছেন, সেনাবাহিনী চায় তাদের একটি পাঁচ দফা প্রস্-াব (**Five point agenda**) ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে

গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেন বাস্-বায়ন করে। এই পাঁচ দফা প্রস্-াব, যা বাইরে প্রকাশ করা হয়নি তা আসলে কী? পত্রিকাটি বলেছে, **"Diplomats say the general's unpublished five point agenda consists of a drive to clean up the country's biased electoral machinery, a pledge to improve governance in the civil service, an anti corruption drive that would cleanse the nations politics; the depoliticisation of the judiciary; and reform of the crippled power sector"** (কূটনীতিকরা বলেছেন, জেনারেলদের অঘোষিত পাঁচ দফা কর্মসূচি হচ্ছে, দেশের পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন মেশিনারি সংশোধন করা, সিভিল সার্ভিসের শাসন-দক্ষতার উন্নয়ন সাধন, এমন একটি দুর্নীতিবিরোধী অভিযান, যা জাতীয় রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করবে; বিচার বিভাগকে রাজনীতিকরণ থেকে মুক্ত করা এবং পঙ্গু বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আবার চাঙ্গা করা)। কোন সন্দেহ নেই, ফাইনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ফাইভ পয়েন্ট এজেন্ডা হিসেবে বর্ণিত কার্যক্রম যদি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্-রিকতার সঙ্গে বাস্-বায়নে অগ্রসর হয়, তাহলে দেশের মানুষ দু'হাত তুলে তাদের সমর্থন জানাবে এবং এ কর্মসূচি বাংলাদেশের হতাশাগ্রস্- জনজীবনে মৃতসঞ্জীবনী সুধার কাজ করবে। লন্ডনের পত্রিকাটিও বলেছে, বাংলাদেশকে বর্তমান অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য পশ্চিমা কূটনীতিকরাও ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষও এ পরিবর্তনকে সমর্থন জানিয়েছে।

এ পর্যন্- ফাইনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনের সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি। তাছাড়া পশ্চিমা কূটনীতিকদের এই অভিমতের সঙ্গে সহমত পোষণ করি, বর্তমান টেকনোক্র্যাট সরকারের ভূমিকা যত সৎ হোক, উদ্দেশ্য যত মহৎ হোক, একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি তাদের শাসনকাল দীর্ঘ করা উচিত হবে না। যদি জনগণের অনুমোদন ও সমর্থন ছাড়া তারা তাদের শাসনের মেয়াদ দীর্ঘ করতে চান, তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে। জনগণের সমর্থনবঞ্চিত অনেক ভালো কাজও অনেক সময় সফল হয় না। যেমন এরশাদের উপজেলা পদ্ধতি। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ কয়েকজন উপদেষ্টাই আমার অতি পরিচিত। তাদের আন্-রিকতার ওপর আমার আস্থা আছে। দেশবাসীর সমর্থন ধরে রেখেই তারা তাদের রিফর্ম পরিকল্পনাগুলো বাস্-বায়নে এগুবেন বলে আমার বিশ্বাস। যাহোক, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রিফর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা আমার আজকের সাবজেক্ট নয়। ১৭ জানুয়ারির ফাইনান্সিয়াল টাইমস নামক দৈনিকে বাংলাদেশ সম্পর্কে অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশেষকের **(Most political analysts)** অভিমত আখ্যা দিয়ে দেশের দুটি প্রধান দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে প্রেডিকশন করা হয়েছে, সেই প্রেডিকশন সম্পর্কে কিছু আলোচনাই আমার আজকের এ লেখার বিষয়বস্'। আগেই বলে রাখি, আমি প্রতিবেদনের এ অংশের সঙ্গে সহমত পোষণ করি না। ফাইনান্সিয়াল টাইমস বাংলাদেশের সেনাবাহিনী যে

বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে বলে ঢালাও মন্-ব্য করেছে, সেনাবাহিনী বা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে বিষয়টি আদৌ মাথায় এনেছে বলেও আমার মনে হয় না। বাংলাদেশে একজন জেনারেল পারভেজ মোশাররফের অভ্যুদয় হয়নি এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনী পাকিস্-ানে প্রায় ৫০ বছর ধরে ক্ষমতা দখল করে থাকা সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক মোটিভেশন দ্বারাও প্রভাবিত নয়। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী অতীতে যতই ভুলত্রুটি করে থাকুক, তাদের মধ্যে এখনও ক্ষমতার লোভের চেয়ে দেশপ্রেম অনেক বেশি প্রভাব বিস্-ার করে রয়েছে বলে আমার ধারণা।

'ফাইনান্সিয়াল টাইমস' ১৭ জানুয়ারির প্রতিবেদনে লিখেছে, **''To be seen to be even handed in its treatment of Bangladesh's two feuding parties, the army might consider what is called the 'Musharraf option'. Just as general Pervez Musharraf, Pakistan's President, exiled Benzir Bhuto and Nawaz Sharif, Leaders of Pakistan's two largest Political Parties after his 1999 bloodless coup, so might martial law lead to the expulsion of Mrs. Zia and Sheikh Hasina. 'I don't discount the possibility that the generals ask the two ladies to take a holiday', One Awami League leader said, 'Pakistan is certainly a model that could be followed here.''**

এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে– "বাংলাদেশে বিবাদে লিপ্ত দুটি দলের প্রতি সমান আচরণ দেখানোর জন্য আর্মি এমন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনা করতে পারে, যাকে আখ্যা দেয়া যাবে 'মোশাররফ অপশন'। ১৯৯৯ সালে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের দ্বারা ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল মোশাররফ পাকিস্-ানের দুটি বৃহৎ দলের নেতা বেনজির ভুট্টো ও নওয়াজ শরিফকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের সামরিক আইনও মিসেস জিয়া ও শেখ হাসিনাকে দেশ থেকে সরাতে পারে। একজন আওয়ামী লীগ নেতা বলেছেন, জেনারেলরা যে দুই মহিলাকে অবকাশ যাপনে পাঠাতে পারেন এ সম্ভাবনাকে আমি উড়িয়ে দেই না। পাকিস্-ানের দৃষ্টান্- এখানে অনুসরণ করা হতে পারে।"

ফাইনান্সিয়াল টাইমসের এ মন্-ব্যের মধ্যে বাংলাদেশের ঘটনাকে পাকিস্-ানের সমান্-রালে দাঁড় করানো, বাংলাদেশ সামরিক আইন দ্বারা চলছে বলে দেখানো এবং তাদের পেট থিয়োরি রাজনীতিকরাই কোন দেশের সব দুর্ভোগের জন্য দায়ী এটা প্রমাণ করা এবং তাদের অপছন্দের রাজনীতিকরা যাতে বাংলাদেশে আবার ক্ষমতায় ফিরে না আসেন সেই উইশ ফুলফিলমেন্টের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে থাকে, তাহলে বিস্মিত হব না। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সব কাজেই পাকিস্-ানের অনুসরণ করবে এমন একটি অসত্য ধারণা ফাইনান্সিয়াল টাইমসের মতো পশ্চিমা আধিপত্যবাদের মুখপত্রটি কেন জোরেশোরে প্রচার করে তাও বাংলাদেশের সচেতন মানুষের আজ ভেবে দেখা উচিত।

পাকিস্-ানে ১৯৯৯ সালে জেনারেল পারভেজ মোশাররফের মিলিটারি ক্যুয়ের সঙ্গে বাংলাদেশে ২০০৭ সালে ১১ জানুয়ারির রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কোনই মিল নেই। এই পটপরিবর্তনে সেনাবাহিনী সমর্থন ও সাহায্য জোগাতে পারে, কিন্' তারা ক্ষমতা দখল করেননি। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়নি। করা হয়েছে জরুরি অবস্থা ঘোষণা। দেশ জরুরি অবস্থার মধ্য দিয়েই যাচ্ছিল এবং তার সুযোগে কোন জেনারেল মোশাররফের বাংলাদেশে অভ্যুত্থান ঘটেনি। বরং একটি অসামরিক সরকার অসামরিক ব্যক্তির নেতৃত্বে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে এবং দেশের মানুষকে এক ভয়াবহ অরাজক অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছে। এর সঙ্গে পাকিস্-ানে ১৯৯৯ সালের এক জেনারেলের ক্ষমতা দখলের মিল কোথায়?

জেনারেল মোশাররফ ক্ষমতা দখল করেই পাকিস্-ানের নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে বন্দি করে তাকে বিচার প্রহসনে ফাঁসিতে লটকানোর আয়োজন করেছিলেন। পরে সৌদি আরব ও পশ্চিমা দেশগুলোর চাপে তাকে সৌদিতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। পিপলস পার্টির নেত্রী বেনজির ভুট্টো তখন বিদেশে থাকায় মোশাররফের ক্রোধ থেকে বেঁচে যান। তিনি অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে বিদেশেই থেকে যান। কিন্' তার স্বামীকে সত্য-মিথ্যা দুর্নীতির মামলায় বছরের পর বছর জেলে আটক রাখা হয়। ভুট্টো ও শরিফ এই দুই নেতাকেই জেনারেল মোশাররফ বন্দুকের জোরে দেশে ঢুকতে এবং তার পাতানো নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করতে দিচ্ছেন না। তার ভয়, বেনজির অথবা শরিফ দু'জনের যে কেউ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ক্ষমতা জবরদখলকারী জেনারেলকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিতে পারবেন।

বাংলাদেশে ২০০৭ সালে এ ধরনের অবস্থার আদৌ উদ্ভব হয়নি। সেনাবাহিনী কোন নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেনি। বিএনপির নিযুক্ত পক্ষপাতদুষ্ট রাষ্ট্রপতিকেও বঙ্গভবন থেকে সরায়নি। তারা দেশবাসীর ইচ্ছা ও সমর্থনকে মান্য করেই একটি সিভিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতা গ্রহণে সাহায্য করেছেন। তারা দুটি বড় রাজনৈতিক দলের দুই নেত্রীর একজনকেও গ্রেফতার করেননি। কাউকে দেশছাড়া হতে বাধ্য করেননি। সামরিক আইন জারি করেননি এবং রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি।

নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেবল জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। এ ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা প্রয়োজনে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারও করে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা, সব সামরিক অভ্যুত্থানেই একজন ক্ষমতালিপ্সু জেনারেল একনায়ক হিসেবে সর্বাগ্রে আবির্ভূত হন। বাংলাদেশে গত ১১ জানুয়ারি কোন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেনি, সামরিক আইন জারি হয়নি এবং কোন আইয়ুব, ইয়াহিয়া, জিয়াউল হক, জিয়াউর রহমান ও এরশাদের মতো সামরিক একনায়ককেও মাথা তুলতে দেখা যায়নি বরং দেশকে এক ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করার কাজে সেনাবাহিনী কালেকটিভলি সক্রিয় হয়ে একটি সিভিল সরকারকে সাময়িকভাবে ক্ষমতা গ্রহণে সাহায্য করেছেন এবং তাদের ফাইভ পয়েন্ট এজেন্ডা হিসেবে যে কর্মসূচির কথা ফাইনান্সিয়াল টাইমস প্রকাশ করেছে, তা বাস্-বায়িত হলে বাংলাদেশ

সত্যই শান্তি--সমৃদ্ধির দেশে রূপান্-রিত হবে। সুতরাং ফাইনান্সিয়াল টাইমস কোথায় দেখল বাংলাদেশে সামরিক আইন? এবং সেই আইন দুই নেত্রীকে দেশ থেকে নির্বাসনে পাঠাতে চায় এমন ধারণাই বা তারা পাঠকদের মনে কী করে জন্মাতে দেন?

বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়ে নওয়াজ শরিফ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, এমন একটি অসত্য ও অপ্রমাণিত প্রচার চালিয়ে পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতা দখল করার পর পাকিস্-ানের দুটি বড় দল দূরের কথা কোন রাজনৈতিক দলই তার ক্ষমতা দখলকে অভিনন্দন জানায়নি। কিন্' বাংলাদেশে ১১ জানুয়ারির শান্তি-পূর্ণ ও স্বস্তি-দায়ক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, এমনকি আওয়ামী লীগের মতো বড় দলও সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছে। একমাত্র বিএনপি-জামায়াত জোট অভিনন্দন জানায়নি। কারণ, এ পটপরিবর্তনে তাদের অবৈধভাবে নেপথ্যে বসে ক্ষমতায় থাকা এবং বঙ্গভবনকে হাতের মুঠোয় পুরে ইলেকশন মেকানিজমের খেলা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

তবু দেশের জনমত যে তাদের ঘোরবিরোধী একথা জেনেই দেশে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে, তাকে বিরোধিতা করার সাহস বিএনপি-জামায়াতের হয়নি; অদূর ভবিষ্যতে হবে তা মনে হয় না। দেশের মানুষের সমর্থন ও শুভেচ্ছা ফিরে পেতে হলে বিএনপিকে গত পাঁচ বছরের দুঃসহ অপশাসনের জন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে এবং বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে সংস্কার কাজে হাত দিয়েছে তা মেনে নিয়েই সুস্থ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসতে হবে।

সত্য কথা বলতে কি, সেনাবাহিনী যদি ১১ জানুয়ারি রাতে সত্য সত্যই অভ্যুত্থান ঘটাত এবং বঙ্গভবন থেকে বিএনপির দলীয় রাষ্ট্রপতিকে বিদায় করে দিয়ে নতুন রাষ্ট্রপতিসহ বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় বসাত তাহলে সেটাও অবৈধ কাজ হতো না। হতো রাষ্ট্রপতি শাসিত একটি অবৈধ সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন যেভাবে সংবিধান লংঘনপূর্বক নিজে প্যালেস ক্লিক দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ দখল করে নিজের সরকারকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার আখ্যা দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধিকাংশ উপদেষ্টার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে হাওয়া ভবনের গোপন নির্দেশে নিজের খেয়ালখুশিমতো সরকার চালাচ্ছিলেন, তাতে ওই সরকারের কোন বৈধতা ছিল না।

ড. কামাল হোসেনের মতো সংবিধান ও আইন-বিশেষজ্ঞ স্পষ্ট ভাষায় অভিমত প্রকাশ করেছেন, '২৮ অক্টোবরের পর যে সরকার দেশ চালাচ্ছিল তা কোন বৈধ সরকার ছিল না।' এমন একটি অবৈধ সরকারের রাষ্ট্রপতিকেও সেনাবাহিনী বঙ্গভবন থেকে অপসারণ করেনি। এ অবস্থায় বাংলাদেশের মতো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাহীন একটি দেশে সেনাবাহিনী দেশবাসীর ইচ্ছাকে সম্মান দেখিয়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তাকে সামরিক অভ্যুত্থান বলা বা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্তি-ত্ব উপেক্ষা করে সামরিক আইন দ্বারা দেশ চলছে এবং সামরিক বাহিনী পাকিস্-ানের পারভেজ মোশাররফের অনুকরণে দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের দুই নেত্রীকে নির্বাসনে পাঠানোর কথা বিবেচনা করতে পারেন, এ ধরনের প্রচার বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার বদলে তাকে আরও অস্থিতিশীল

করে তুলতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বর্তমান বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ও আধিপত্যবাদের একটি মহাবাহু বিশ্বব্যাংক দেশগুলোর অভ্যন্-রীণ ব্যাপারে নাক গলিয়ে যে খেলা খেলতে চায়, সে সম্পর্কেও আমাদের যথাসম্ভব সজাগ ও সতর্ক থাকা উচিত।
বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেনি। সামরিক আইন জারি হয়নি। পারভেজ মোশাররফের মতো কোন ক্ষমতালোভী সামরিক একনায়কও আবির্ভূত হননি। তা সত্ত্বেও পশ্চিমা কোন কোন মিডিয়ায় বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে যেভাবে চিত্রিত ও প্রচার করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্য উপদেষ্টা ও তার মন্ত্রণালয়ের সাবধান হওয়া উচিত। তারা সব প্রচার-অপপ্রচারের সবসময় প্রতিবাদ করবেন তা আমি বলি না। কিন্' তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও কার্যক্রমের সঠিক ব্যাখ্যা দেশের মানুষের কাছে উপস্থিত করে, তাদের অবহিত করে তারা যদি এগিয়ে যান তাহলে জনমনে বিভ্রান্ি- সৃষ্টি হবে না এবং সেই বিভ্রান্ি-র সুযোগ নিয়ে ঘোলাজলে মাছ শিকারের সুযোগও কেউ সহজে পাবে না।
দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বড় দুটি রাজনৈতিক দলেরও অনেক কিছু করণীয় আছে। কেবল অনবরত 'অবিলম্বে নির্বাচন চাই' বলে চিৎকার না করে একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তারাও নিজ নিজ দলের রাজনৈতিক সংস্কারে হাত দিন এবং এই সংস্কারে হাত দেয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। দুটি বড় রাজনৈতিক দলকেই দেশের মানুষের কাছে এ নিশ্চয়তা দিতে হবে, দেশে একটি স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হলে টাকার প্রতিযোগিতায় কোন কালো টাকার মালিক যেন দলের মনোনয়ন ছিনিয়ে না নেন। অসাধু ব্যবসায়ী, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের গডফাদাররা যেন আবার সংসদে ঢুকে দেশের রাজনীতিকে পংকিল করে তুলতে না পারে এবং বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে রিফর্ম বা সংস্কারগুলো করে যাবেন তা যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।
সন্দেহ নেই, ১১ জানুয়ারির ঘটনায় বিএনপি একটি মহাশিক্ষা লাভ করেছে। পাঁচ বছর ধরে ক্ষমতায় বসে তারা ইলেকশন মেকানিজমের যে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলেছিল, তা ১১ জানুয়ারির একদিনের ঝড়ে বালির পাহাড়ের মতো ধসে পড়েছে। চক্রান্-, ষড়যন্ত্র, একগুঁয়েমি ও ক্ষমতার দম্ভ দ্বারা চালিত হতে চাইলে একটি রাজনৈতিক দলের ভাগ্যে যা ঘটে, বিএনপির ভাগ্যে তাই ঘটেছে। এখনও সময় আছে নিজেদের তারা সংশোধন করুন। বিএনপির বর্তমান পরিণতি থেকে আওয়ামী লীগেরও শিক্ষা নেয়া উচিত। পরিবারতন্ত্রের মোহ থেকে শেখ হাসিনা মুক্ত হোন। দলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনুন। বঙ্গবন্ধুর নামকে পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল হিসেবে ব্যবহার না করে তার আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিন। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সঙ্গে প্রকাশ্য আপস করা থেকে শত হস্- দূরে থাকুন। দুর্নীতির রাঘব বোয়াল, সন্ত্রাসের রাজারা পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও তাদের আশপাশে আসতে দেবেন না। দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাইলে দুটি বড় দলকেই গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতা ও প্রক্রিয়ায় ফিরে আসতে হবে। নইলে এমন দিন আসতে পারে, সেনাবাহিনীর ইচ্ছায় নয়, জনগণের ইচ্ছাতেই দুই নেত্রীকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যেতে হবে। এটা আমার

কামনা নয়; দু'নেত্রীর প্রতি একটি সময়োচিত হুশিয়ারি মাত্র।
লন্ডন ।। ২৮ জানুয়ারি, রোববার ।। ২০০৭